তারিখ 15 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৬

যুগান্তর

কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠটি রক্ষায় উদ্যোগ নেই

সত্তরের মার্চে জনসভা করেন বঙ্গবন্ধু

জুবায়েদ রিপন, *কুষ্টিয়া থেকে*

শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কুষ্টিয়াতে তদানীন্তন ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কুষ্টিয়া হাইস্কুল'। এ বিদ্যালয়টি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল, উকিল রায়চরণ দাস, সাতারু কানাইলাল শর্মাসহ অসংখ্য অনুকরণীয় গুণীজন শিক্ষাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ঐতিহাসিক এই স্কুল মাঠে ১৯৭০ সালে মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত মাঠটি সংরক্ষণে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ মাঠটিকে পরিণত করেছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। মাঠের চারপাশ ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে মার্কেট। অযত্ন-অবহেলায় মাঠটি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

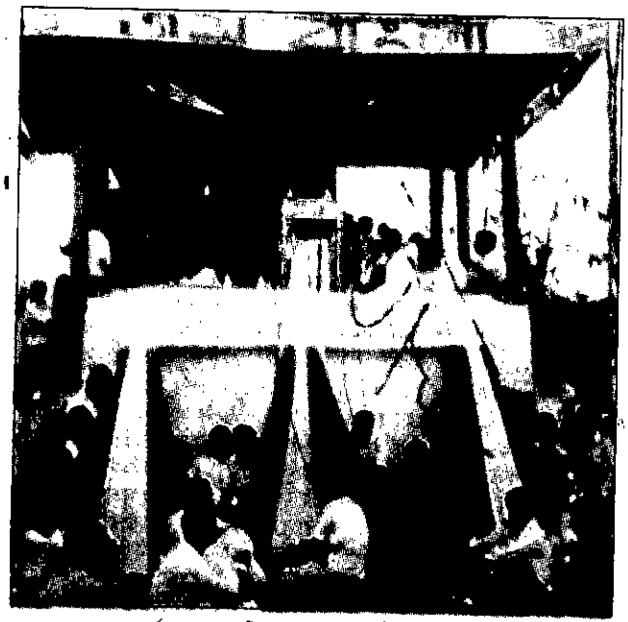

১৯৭০ সালের মার্চ মাসের কুষ্টিয়া হাইস্কুল মাঠে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সংগৃহিত

কুষ্টিয়া সদর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওই স্কুলের ছাত্র আ.স.ম আখতারুজ্জামান মাসুম জানান, ১৯৭০ সালে মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু হাইস্কুল মাঠের জনসভায় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু ওই জনসভায় উপস্থিত জনতাকে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত মাঠটি সংরক্ষণে কেউ এগিয়ে আসেনি।

সূত্রে জানা যায়, গত ২০১০ সালে নির্বাচনে মাধ্যমে ১২ সদস্যের স্কুল পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণ করে। দ্বি-বার্ষিক ওই নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন ডাক্তার একে মুনীর। হাইকোর্টে একটি মামলা বিচারাধীন থাকায় দীর্ঘ ৬ বছর দায়িত্বে রয়েছে বর্তমান কমিটি। ২০১০ সালে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ঐতিহ্যবাহী কুষ্টিয়া হাইস্কুলের মাঠটি পরিণত হতে থাকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে।

প্রায় ৫ বিঘা জমিতে অবস্থিত মাঠটি ঘিরে রেখেছে কয়েকশ' ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এসব কিছুই হয়েছে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সময়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া প্রসঙ্গে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য শাজাহান বলেন, হাইকোর্টের একটি মামলা বিচারাধীন থাকায় আমরা নির্বাচন দিতে পারছি না। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন দেয়া হবে।